তৃতীয় শ্রেণি ● ইসলাম শিক্ষা ● অধ্যায়ভিত্তিক কাজের সমাধান

অধ্যায়—২: নবি, রাসুল ও মহানবি (স.)– এর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) কত খ্রিস্টাব্দে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন?
১. ৫৬০ খ্রিস্টাব্দে ২. ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে
৩. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে√ ৪. ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে

খ) নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় কে সর্বাধিক তাগিদ দিয়েছেন?
১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত উমর (রা.)
৩. হজরত মুহাম্মদ (স.) √
৪. হজরত সোলাইমান (আ.)

গ) মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) কেমন স্বভাবের মানুষ ছিলেন?
১. গম্ভীর ২. রাগী
৩. শান্ত ও বিনয়ী√ ৪. অস্থির

ঘ) 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' কাকে বলা হয়?
১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত মুহাম্মদ (স.)
৩. হজরত উমর (রা.) √
৪. হজরত সোলাইমান (আ.)

ঙ) হজরত আবু বকর (রা.) কেমন স্বভাবের ছিলেন?
১. কঠোর ২. দাম্ভিক
৩. নিষ্ঠুর ৪. সহানুভূতিশীল√

চ) 'আমি সঠিক কাজ করলে সহযোগিতা করবেন আর বিপথগামী হলে সতর্ক করবেন' এ কথা কে বলেছেন?
১. হজরত আবু বকর (রা.) √
২. হজরত উমর (রা.)
৩. হজরত উসমান (রা.)
৪. হজরত আলী (রা.)

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) একজন উত্তম **চরিত্রের** মানুষ ছিলেন।

খ. মহানবি (স.) তাঁর দুধমাতা হালিমা (রা.) কে দেখামাত্র **দাঁড়িয়ে** সম্মান জানাতেন।

গ. হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের **প্রথম** খলিফা।

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন দানশীল, দয়ালু ও **পরোপকারী** মানুষ।

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে **একত্রিত** করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
প্রাচীন আরবে কন্যা শিশুদের	হজরত আবু বকর (রা.) এর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
মহানবি (স.) এর গুণাবলী	মহানবি (স.) এর হাতে তুলে দেন।
ধৈর্য্য ও দক্ষ নেতৃত্বের জন্য	জীবন্ত কবর দেয়া হতো।
মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর হাতে	আমাদের জন্য আদর্শ।
তাবুকের যুদ্ধে ব্যয় করার জন্য হজরত আবু বকর (রা.) সমস্ত সম্পদ	হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপিত হয়।

সমাধান:

ক. প্রাচীন আরবে কন্যা শিশুদের—জীবন্ত কবর দেয়া হতো।

খ. মহানবি (স.) এর গুণাবলী—আমাদের জন্য আদর্শ।

গ. ধৈর্য্য ও দক্ষ নেতৃত্বের জন্য—হজরত আবু বকর (রা.) এর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ঘ. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর হাতে—হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপিত হয়।

ঙ. তাবুকের যুদ্ধে ব্যয় করার জন্য হজরত আবু বকর (রা.) সমস্ত সম্পদ—মহানবি (স.) এর হাতে তুলে দেন।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয় :

ক. হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন অসীম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ. আমাদের জন্য মহানবি (স.) এর জীবনাদর্শ অনুকরণীয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) গরিব ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করতেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অনেক বেশি ভাতা নিতেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

সঠিক উত্তরঃ

ক. হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন অসীম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। (শুদ্ধ)

খ. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। (শুদ্ধ)

গ. আমাদের জন্য মহানবি (স.) এর জীবনাদর্শ অনুকরণীয়। (শুদ্ধ)

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) গরিব ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করতেন। (শুদ্ধ)

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অনেক বেশি ভাতা নিতেন। (অশুদ্ধ)

অধ্যায়—২: নবি, রাসুল ও মহানবি (স.)– এর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. নবি ও সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জানলে আমাদের কী লাভ হয়?

উত্তর: নবি ও সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জানলে আমরা সঠিকভাবে জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা পাই। এর ফলে আমরা ন্যায়ের পথে চলতে পারি এবং অন্যায় পথ থেকে বিরত থাকতে পারি। আমরা সর্বদা নবি ও সাহাবিগণের দেখিয়ে যাওয়া পথে চলব।

খ. কুরাইশরা হজরত মুহাম্মদ (স.) কে আল-আমিন নামে কেন ডাকত?

উত্তর: মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সত্যবাদী ব্যক্তি। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, কাউকে কথা দিলে সে কথা তিনি রাখতেন। মক্কার সবাই তাঁকে বিশ্বাস করতেন। আর এজন্য কুরাইশরা হজরত মুহাম্মদ (স.) কে আল-আমিন নামে ডাকত।

গ. হিলফুল ফুযুল কী?

উত্তর: হিলফুল ফুযুল একটি শান্তি সংগঠন, যা মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) মক্কায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিলেন।

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) কে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' কেন বলা হয়?

উত্তর: হজরত আবু বকর (রা.) এর নেতৃত্বে ইসলামি রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে আরবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে হজরত আবু বকর (রা.) কে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) কেমন গুণের অধিকারী ছিলেন?

উত্তর: হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ধৈর্য্যশীলতা ও বিচক্ষণতার অধিকারী।

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. নবি-রাসুলগণের জীবনচরিত জেনে কীভাবে তাদের আদর্শ অনুসরণ করবে তা লেখ।

উত্তর: নবি-রাসুলগণের জীবনচরিত জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আদর্শ দেখিয়েছেন। তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হলে প্রথমে কুরআন, হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁদের মতো সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার সেবা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। নামাজ, রোজা, দান-সদকা ও হজসহ ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন করতে হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সততা বজায় রাখা, প্রতারণা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা, অসহায়দের সহায়তা করা, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং ক্ষমাশীলতার গুণ অর্জন করতে হবে। তাঁদের অনুসরণ করলে আমাদের জীবন সফল ও পরিপূর্ণ হবে এবং পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হবে।

খ. মহানবি (স.) এর আদর্শ কীভাবে অনুসরণ করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

উত্তর: মহানবি (স.) এর আদর্শ অনুসরণের একটি তালিকা—

- সত্যবাদিতা রক্ষা করা
- ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা
- দরিদ্র ও এতিমদের সহায়তা করা
- সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা
- নিয়মিত ইবাদত করা
- সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা
- কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা না করা
- অন্যায় ও অন্যায্য কাজ থেকে বিরত থাকা
- পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া
- বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা

গ. কীভাবে হজরত আবু বকর (রা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে তা বর্ণনা কর।

উত্তরঃ হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা এবং মহানবি (স.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি, যিনি ঈমান, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া দ্বারা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হলে আমাদের অবিচল ঈমান ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে এবং ইসলামের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে। ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলে সমাজ ও ধর্মের কল্যাণে নিরলস কাজ করতে হবে। সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রেখে নেতৃত্ব বা অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হতে হবে। দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করা, সত্যের পথে অবিচল থাকা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আবু বকর (রা.) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা আমাদের জীবনেও বাস্তবায়ন করা উচিত। তাঁর মতো নম্রতা, বিনয় ও দৃঢ়তা বজায় রেখে যদি আমরা জীবন পরিচালনা করি, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারব।